মুমিন নারীর সারাদিন

আবু আম্মার মাহমুদ আল মিসরি

সুকুন

পাহাড় বেঁয়ে নেমে আসা একটি কলকল ধ্বনির ঝর্ণা।টলটলে পানির সেই ঝর্ণা যেন প্রাকৃতিক আয়নার মতো—নিজের চেহারা দেখা যায়। যতোখানি পথ যায়, সেই ঝর্ণা ধুঁয়ে-মুছে যায় সবকিছু। পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা শ্যাওলা, জমতে থাকা ধুলো কিংবা স্তূপাকার হয়ে থাকা আবর্জনা—স্রোতের টানে সমস্তটাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে। স্রোতের এই কাজ ঝর্ণার চারপাশে এনে দেয় একটা শুদ্ধতা এবং সজীবতার আবহ। যেন চারপাশে প্রশান্তি লাভের সমস্ত আয়োজন।

সুকুন শব্দের অর্থ হলো প্রশান্তি। সুকুন পাবলিশিং ঝর্ণার সেই স্রোতের কাজটাই করতে চায় যা আমাদের অন্তরে জমা অবাধ্যতার শ্যাওলা, অশুদ্ধতার ধূলো এবং অশ্লীলতার আবর্জনাকে ধুয়েমুছে দিবে। অন্তরগুলোকে ভরে তুলবে প্রশান্তিতে। আমাদের হৃদয়-মন হবে সেই ঝর্ণাপাড়ের মতো যার চারপাশে বিরাজ করে শুদ্ধতা আর সজীবতার অপার্থিব আবহ...

সুকুন পাবলিশিং
শব্দে আঁকা স্বপ্ন

মুমিন নারীর সারাদিন

আবু আম্মার মাহমুদ আল মিসরি

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭
অনুবাদকের কথা ৯
ভূমিকা ১১
মুমিনের প্রথম সফলতা ১৫
মুমিন নারীর দুনিয়া-ভাবনা ১৯
নারীর আনুগত্য-আচরণ ২২
মুমিন নারীর সকাল ২৬
অধিক পরিমাণ সিয়াম ২৯
সামাজিক দায়িত্বপালন ৩১
তিলাওয়াত, দুয়া ও ইবাদাত ৩৬
বিপদের দিনে ৪২
একান্ত জীবনে ৪৫
দিনের মধ্যভাগ ৫৪
যখন বিকাল গড়ায় ৫৯
মুমিন নারীর রাতযাপন ৭০
বিশ্রাম ও দুয়া ৭৫
তাহাজ্জুদের সালাত ৮৩
শেষের আগে ৯০
শেষ কথা ৯৩

মুমিনের প্রথম সফলতা

ফজরের সালাত

দিনের শুরুতে ফজরের সালাত হলো মুমিনের সফলতার প্রথম ধাপ। তাই একজন মুমিন নারী আল্লাহ তাআলার মহা পুরস্কার অর্জন করার জন্য ফজরের সালাত দিয়ে দিন শুরু করবে। এই সৌভাগ্য সে একাই অর্জন করবে না, বরং একজন নারী তার অন্য বোন ও মেয়েদেরও সালাত আদায়ের জন্য ডাকবে, তাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবে। ফজরের সালাতের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার বিশেষ তত্ত্বাবধানে চলে যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— যে-ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহ তাআলার জিম্মায় চলে গেল।[১]

[১] ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমাদ এবং জুনদুব আল বাজালি সূত্রে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, সহিহুল জামি, হাদিস নং : ৬৩৩৯

সালাতের পরের দুয়া ও তাসবিহ

ফরজ সালাতের পর নির্ধারিত দুয়াগুলোও পাঠ করবে। গুরুত্বপূর্ণ দুয়ার মধ্যে রয়েছে, আয়াতুল কুরসি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যে-ব্যক্তি প্রতিদিন ফরজ সালাতের পরে 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না।[১]

এরপর আল্লাহ কাছে নিজের গুনাহ মাফের আশায় ৩৩ বার করে তাসবিহ, তাহমিদ ও তাকবির আদায় করবে। এ বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যে-ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) ৩৩ বার, اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৩ বার; সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূরণ করার জন্য এই দুয়াটি একবার পাঠ করবে, তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তা মাফ হয়ে যাবে।[২-৩] দুয়াটি হলো:

> لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

---

[১] ইমাম নাসায়ি ও ইবনু হিব্বান আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি হাসান বলেছেন, সহিহুল জামি, হাদিস নং : ৬৪৬৪

[২] ইমাম মুসলিম : ৫৯৭ (মাসাজিদ, বাবু ইসতিহবাবিয যিকরি বাদাস সালাতি)

[৩] সমুদ্রে ফেনার সমান—সমুদ্রের ফেনার আধিক্য ও মহত্ত্বের হিসেবে বলা হয়েছে, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়।

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও তার কোনো শরিক নেই। শুধু তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকির

সালাত ও জরুরি তাসবিহ শেষ করার পর সালাতের জায়গায় বসেই সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জিকির করবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যে-ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করবে, তারপর সেই জায়গায় বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জিকির করবে, এরপর দুই রাকআত সালাত আদায় করবে, সে একটি পরিপূর্ণ হজ ও উমরার সাওয়াব লাভ করবে।[১]

দিনের শুরুতে দরুদ

আমরা কিয়ামতের দিন অবশ্যই নবীজির শাফায়াত-লাভ করতে চাই। তাই দিনের শুরুতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি সহিহ বলেছেন, সহিহুল জামি, হাদিস নং : ৬৩৪৬

সাল্লাম-এর ওপর দরুদ পাঠ করতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দশবার করে আমার ওপর দরুদ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে।

দরুদ গুনাহ মাফের উপায়

আমাদের সকলের জেনে রাখা দরকার, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরুদ পড়া গুনাহ মাফের অন্যতম মাধ্যম। উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

আমি একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পড়ি। আমি কয়বার করে পড়ব?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, 'তোমার যতবার ইচ্ছা পড়বে। যদি আরও বেশি পড়তে পার, তাহলে সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, '৩০ বার?'

তিনি বললেন, 'তোমার যতবার ইচ্ছা পড়বে। যদি আরও বেশি পড়তে পার, তাহলে সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর।'

আমি বললাম, 'আমি সব সময় আপনার জন্য দরুদ পড়ব।'

তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এই চেতনাই তোমার গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট।'